দৈনিক সংবাদ

NOV. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৬ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে মৃত্যু পরোয়ানা

রাজশাহী থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : ছাত্রদল ক্যাডাররা এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাবেক সভাপতি গোলাম ফারুককে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে। এছাড়া ওই শিক্ষক পরিবারকে তারা জিম্মি করে রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্যাডারদের ভয়ে রবীন্দ্র গ্রুপের ওই শিক্ষক পরিবারটি এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশকে বিষয়টি জানানোর পরও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক গোলাম ফারুক জানান, চারুকলা বিভাগের '৯৮ সালের অনার্স পার্ট-৪ পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ক্যাডাররা গত এক সপ্তাহ ধরে তাকে হুমকি দিয়ে আসছে। গত ১৮ ই নভেম্বর ছাত্রদল ক্যাডার রাজার নেতৃত্বে এক দল ছাত্র ক্লাস চলাকাল গোলাম ফারুককে প্রকাশ্যে হুমকি দেয়। ছাত্রদল ক্যাডারদের অভিযোগ, গোলাম ফারুক পার্ট-৪ পরীক্ষার্থী তাহমিদুর রহমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে কম নম্বর দেন। এজন্য সে

শিক্ষককে : পৃঃ ২ কঃ ২

শিক্ষককে : কাফনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম শ্রেণী পায়নি। যেহেতু তখনও অফিসিয়ালি ফলাফল বেরোয়নি, সেহেতু তারা ওই শিক্ষককে এক নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এ ব্যাপারে তিনি গত ১৯ শে নভেম্বর মতিহার থানায় একটি জিডি দায়ের করেন(নম্বর-৮৯৮)। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কোথায় নম্বর পেলে। জবাবে তারা বলে, বিভাগেরই আরেক শিক্ষক এবং পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ড. আবু তাহের তাদেরকে এই কথা জানান। একই দিন বিকেলে ছাত্রদল ক্যাডার পরিচয়ে টেলিফোন করে গোলাম ফারুককে নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয় এবং নম্বর না বাড়ালে চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ মুহুরীর মতো অবস্থা হবে বলে হুমকি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর এবং ছাত্র উপদেষ্টাকে জানান। প্রশাসনের ওই কর্তারা বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। ব্যাপারটি ছাত্রদলের শীর্ষ নেতাদেরকে জানানো হলে তারাও আর কিছু হবে না বলে আশ্বস্ত করেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে; কিন্তু তারপরও টেলিফোন হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত থাকে।

চারুকলা বিভাগের শিক্ষক গোলাম ফারুক জানান, গত ২২ শে নভেম্বর গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা তার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প-৬৯ নম্বর বাসায় হামলা চালায়। তারা বাথ রুমের ভেনটিলেটর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজন টের পান। এসময় তাদের চিৎকারে আশপাশের শিক্ষকরা দৌড়ে আসেন। ফলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তবে তারা বাড়ির ভেতরে একটি সাদা খামে একটা মৃতদেহের ছবি আঁকা, তার সাথে এক খণ্ড সাদা কাপড় এবং সাদা [illegible]